দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

019

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : রোববার, ২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫ : ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮

মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপপ্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মতিন বলেছেন যে, সরকার স্বাস্থ্য শিক্ষাকে একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শীগগীরই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য শিক্ষাকে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনার এই সিদ্ধান্তটি একটি বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ। স্বাস্থ্য শিক্ষা বেঁচে থাকার শিক্ষা হিসাবে পরিগণিত হলেও তা আমাদের দেশে প্রাপ্য গুরুত্বলাভ করেছে বলে মনে হয় না। এদেশে মেডিক্যাল শিক্ষা অন্যান্য শিক্ষার প্রায় সমান মর্যাদাই লাভ করে এসেছে, অর্থাৎ এর গুরুত্ব উপেক্ষিত হয়েছে।

গত কয়েক বছরে এদেশে স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল শিক্ষা সংক্রান্ত একাধিক ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ঐসব ইন্সটিটিউট কিংবা সেগুলোর সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজগুলোর মধ্যে সরাসরি সমন্বয় সাধনের তেমন ব্যবস্থা নেই।

অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা একটি বিশাল ক্ষেত্র। তা নানা বিভাগে বিভক্ত। আবার সেগুলোর একটার সঙ্গে অন্য সবগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিশাল ক্ষেত্রটিকে এককভাবে ও পৃথক পৃথক ভাবে মোকাবিলা করার জন্য চাই একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ই কেবল এই সব দায়িত্ব নিপুণভাবে পালন করতে পারে।

দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষাদানের দায়িত্ব বর্তমানে ন্যস্ত রয়েছে দেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। এখন পর্যন্ত তা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফ্যাকাল্টি হিসাবেই বিরাজ করছে। কিন্তু স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার মত একটা বিশাল ক্ষেত্রকে একটি মাত্র ফ্যাকাল্টি হিসাবে বিবেচনা করা এবং সেভাবে পরিচালনা করা সঙ্গত নয়। বস্তুত মেডিক্যাল শিক্ষার প্রতিটি বিষয়কেই পৃথক ফ্যাকাল্টির অধীনে আনাই হবে সঠিক ব্যবস্থা।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে সরকারের বিচক্ষণতাই প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।